বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী আপীল এখতিয়ার)

ফৌজদারি আপীল নং ৬১৪০/২০১৯

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব মোঃ বদরুজ্জামান

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১০ ধারার অধীনে একটি আপীল।

এবং

মোহাম্মদ আবদুল কাদের ওরফে করিম..... দণ্ডিত-আপীল্যান্ট

- বনাম -

রাষ্ট্র ..... অপজিট পার্টি

জনাব. এসকে জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী, আইনজীবী

..... দণ্ডিত-আপীল্যান্টের পক্ষে

জনাব মোঃ আতিকুল হক (সেলিম), এ.এ.জি

.....রাষ্ট্র পক্ষে

রায়ের তারিখ: ১৩ই জুন, ২০১৯

রায়

বিচারপতি জনাব মোঃ বদরুজ্জামান

অত্র আপীলটি সাজাপ্রাপ্ত আপীল্যান্ট কর্তৃক সি. আর মামলা নং ৮৪/২০১৮ (রাঙ্গুনিয়া) হতে উদ্ভূত দায়রা মামলা নং ১৬৯১/২০১৮ তে অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে দোষী সাব্যস্ত করে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারায় আপীল্যান্টকে ১৫,০০,০০০/- টাকা জরিমানা সহ ০৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করার রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি ৪১০ ধারার আলোকে দায়ের করা হয়েছে।

মামলার সারসংক্ষেপ এই যে, মামলার ২নং রেসপনডেন্ট অভিযোগকারী হিসাবে দণ্ডিত আপীল্যান্টের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, দন্ডিত ব্যক্তি ১২.১১.২০১৭ তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে ১২,০০,০০০/-টাকা ঋণের বিপরীতে একটি চেক ইস্যু করেছিলেন যা নগদীকরণের জন্য পাঠানোর পর যখন তা ২৩.১.২০১৮

তারিখে এনক্যাশমেন্টের জন্য পাঠানো হয় তখন তা তহবিলের অপর্যাপ্ততার জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়। পরবর্তীতে, অভিযোগকারী ১৪.২.২০১৮ তারিখে 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় একটি নোটিশ প্রকাশ করে আপীল্যান্টকে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধের কথা বললেও তিনি তা পরিশোধে ব্যর্থ হন এবং তাই অত্র মামলাটি দায়ের করেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিকভাবে পূর্বোক্ত আইনের আওতায় আপীল্যান্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন এবং তার প্রতি সমন জারি করেন। আপিলকারী স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনে মুক্তি পান। পরবর্তীতে, মামলাটি দায়রা জজ এর নিকট স্থানান্তরিত হয় এবং তিনিও মামলাটি আমলে নেন। অবশেষে, অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হয় এবং বিচারিক আদালত আপীল্যান্টকে উপরিউক্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে, আপীল্যান্টকে বিগত ২৭.৩.২০১৯ তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আপীল আবেদনে বলা হয়েছে যে, গ্রেপ্তারের পরে আপীল্যান্ট এবং ২নং রেসপনডেন্ট এর মধ্যেকার বিরোধটি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি অনুসারে আপীল্যান্ট অভিযোগকারীকে সমস্ত পাওনা প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী ১৬.৫.২০১৯ তারিখে বিচারিক আদালতের কাছে এই বলে দরখাস্ত করেছিলেন যে, আপীল্যান্ট জামিনে মুক্তি পেলে অভিযোগকারীর কোনও আপত্তি থাকবে না। তদানুসারে, আপীল্যান্ট ঐ একই তারিখে অর্থাৎ ১৬.৫.২০১৯ এ জামিনে মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন যা বিচারিক আদালত নামঞ্জুর করেছিল এই ভিত্তিতে যে, আপীল দায়েরের জন্য আপীল্যান্ট চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ জমা প্রদান করেন নি।

পরবর্তীতে, চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ জমা প্রদান না করে এবং ১২৩ দিন বিলম্বে এই আপীলটি দায়ের করা হয়। তবে, আপীল্যান্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রার্থনায় এই বেঞ্চ ২৭.৫.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অস্থায়ী ভাবে আপীল দায়ের করার অনুমতি প্রদান করেন এবং ১২.৬.১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিলম্ব মওকুফ করে আপীলটি নিবন্ধন করার জন্য অফিসকে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তদানুসারে তা নিবন্ধন করা হয়েছে। এখন এই বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতার শুনানীর জন্য এই আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আপীল গ্রহণ বিষয়ক শুনানীর সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী দণ্ডিত-আপীল্যান্টের পক্ষে বলেন যে, তর্কিত রায় ঘোষণার পর এবং দণ্ডিত আপীল্যান্টকে গ্রেপ্তারের পর অভিযোগকারী ও আপীল্যান্টের মধ্যকার বিরোধ আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সে অনুসারে আপীল্যান্ট অভিযোগকারীর সমুদয় বকেয়া প্রদান করেছেন, অভিযোগকারী আদালতে আবেদন করার পরে সেই অর্থ গ্রহণ করেন এবং তদানুসারে, ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ধারা ১৩৮ক এর অধীনে

আপীল দায়েরের জন্য চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়েছে এবং সুতরাং, এই আপীলটি চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ জমা প্রদান না করেই গ্রহণ করা উচিত। তাঁর যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবী ৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩৮ এ বর্ণিত আবদুস সাত্তার এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র এবং অপর একজন মামলাটির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে উল্লিখিত মামলার ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ আপোষের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং উক্ত পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করে এই আদালতেরও এই মামলার ক্ষেত্রে আপোষ করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

আমি বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি এবং নথি পর্যালোচনা করেছি।

মামলার ঘটনায় যাওয়ার আগে এই বিষয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো দেখা দরকার। ১৩৮ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত যে কোনও সাজার আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮তে একটি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

''১৩৮ক ১৯১৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় প্রদত্ত রায়ে বিপরীতে আপীল করার পূর্বে প্রত্যাখ্যাত চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা প্রদান করতে হবে।''

হস্তান্তরযোগ্য দলিল (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এ ১৩৮ক ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৩৮এ ধারার বিধান স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। ১৮৮১ সালের মূল এনআই এ্যাক্ট এ ১৩৮ক ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করে সংসদ ইচ্ছাকৃতভাবে ১৩৮ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে সাজার যে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ''*১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন*'' *এবং* ''*আপীল করার পূর্বে প্রত্যাখ্যাত চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালেতের নিকট জমা প্রদান*'' এই শব্দগুলি ব্যবহার নির্দেশ করে যে, এনআই এ্যাক্টের অধীনে আপীল দায়েরের আগে প্রত্যাখ্যাত চেকের ৫০% অর্থ দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা প্রদান করতে হবে। (গুরুত্ব দিতে আন্ডারলাইন করা হয়েছে)।'' যে আদালত এ শাস্তি প্রদান করে এ বাক্যাংশ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বর্ণিত অর্থ দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালতেই জমা প্রদান করতে হবে, এর বাইরে কোথাও না। এমনকি ১৩৮ ধারার ১ উপ-ধারার অধীনে দণ্ডাদেশ প্রদানের পর অভিযোগকারী কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত হলেও ১৩৮ক ধারার শর্তাবলী পূরণ হবে না।

যেহেতু, ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন একটি বিশেষ আইন, উক্ত আইনের বিধান ফৌজদারি কার্যবিধির মতো অন্যান্য সাধারণ আইনের উপর প্রাধান্য পাবে এবং যেহেতু এনআই এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ধারা ১৩৮ক এর অধীনে প্রদত্ত রায়ের বিপরীতে আপিলকারীর পূর্বে প্রত্যাখ্যাত চেকের ৫০% অর্থ রায়

প্রদানকারী আদালতে জমা প্রদানের পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং সে পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান ব্যতীত এই আদালতে কোন আপীল হবে না, সেহেতু, আদালত এই অভিমত পোষন করে যে, কোনও আপীল আদালতের এ জাতীয় পূর্বশর্ত মওকুফ করার বা এই জাতীয় কোনও আপীল গ্রহণ করার এবং/অথবা আপীল দায়েরের আগের কোনো আপোষ গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই।

আমি ৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩৮-এ উল্লিখিত আপিল বিভাগের রায়টি সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করেছি। উক্ত মামলায় আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে বিচারিক আদালত কর্তক দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রায় প্রদান করা হয়েছিলো। আপীল আদালত কর্তৃক আপীলটি খারিজ করা হয়েছিল। দায়রা জজের নিকট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি রিভিশন দায়ের করেন যা খারিজ করা হয় এবং তারপর অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ক ধারায় মামলার পুরো কার্যক্রম বাতিলের আবেদন করেন যা হাইকোর্ট বিভাগ খারিজ করে দিয়েছিল। এরপর, অভিযুক্ত ব্যক্তি আপীল বিভাগের নিকট ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার অধীনে আপোষের দরখাস্তের সাথে ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দাখিল করেন এবং আপিলটি নিবন্ধিত হয়েছিল। উক্ত মামলায় আপীল বিভাগ ***মোঃ জয়নাল ও অন্যান্য বনাম মোঃ রুস্তম আলী মিয়া এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশ, ১৯৮৪এডি ২৯*** এ উল্লেখিত মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছে *'আমাদের বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কিছু বিবাদের বিষয়ে আপোষে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী কিছু মামলা আপোষ করা যায়।'* একই মতামত সমর্থন করে আপীল বিভাগ নিম্নরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে খালাস দিয়ে আপোষ করার অনুমতি দিয়ে বলেন,

'দন্ডবিধির ৩৭৯ ধারার অপরাধটি চুরি হওয়া সম্পত্তির মালিকের মাধ্যমে আপোষযোগ্য। এখানে মিসেস জোবেদা খাতুন অভিযোগকারী এবং তিনি বর্ণিত সম্পত্তির মালিক। পক্ষরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় তিনি হলফনামা দাখিল করে এই অপরাধ আপোষের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আইনটি উক্ত অপরাধের আপোষের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং যেহেতু এই বিষয়টি এই আদালতের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে বিচারাধীন রয়েছে, তাই মীমাংসার (Composition) বিষয়ে অনুমতি দিতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই এবং ফলস্বরূপ এই মীমাংসা অভিযুক্তের খালাস হিসেবে গণ্য হবে।'

এখন এটা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলাটি দণ্ডবিধির আওতায় করা হয়েছিল এবং আপীল আদালতে আপীল দায়েরের জন্য কোনও পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার আবশ্যক শর্ত ছিল না। অধিকন্তু, এক্ষেত্রে আপোষ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার বিধান অনুসারে যা আদালতকে কিছু বিরোধের বিষয়ে আপোষ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করে। তবে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১-এ কোনো বিরোধের আপোষের জন্য এ জাতীয় কোনো বিধান সন্নিবেশিত করা হয়নি। যেহেতু হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনটি একটি বিশেষ আইন, যাতে আপীল করার জন্য ফৌজাদরি কার্যবিধির বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করে ঐ

আইনের ১৩৮ক ধারায় বিশেষ পদ্ধতির বিধান রাখা হয়েছে, সেহেতু এ আদালতের অভিমত হলো ৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩৮ মামলায় প্রকাশিত সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয়।

এই মামলায় হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ধারা ১৩৮ক এর বিধান অনুসারে প্রত্যাখ্যাত চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ সাজা প্রদানকারী আদালতে জমা প্রদান না করেই এই আপীল দায়ের করা হয়েছে। উল্লিখিত আইনী অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ আপীলটি গ্রহণ করার মত যথাযোগ্য কারণ নেই এবং তা খারিজযোগ্য।

তদানুসারে, আপীলটি সরাসরি খারিজ করা হলো।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।